KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 02, Issue :01, (January - June) 2025
Published On 28th March 2025

উজ্জ্বলতার আড়ালে অন্ধকার : ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি এবং অভ্র খনিতে শিশু শ্রমিক

সুজিত পোড়্যা
পি এইচ ডি গবেষক
ইতিহাস বিভাগ, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

"মেকআপ" ক্ষমতায়নের প্রতীক, আত্মপ্রকাশের মাধ্যম এবং ব্যক্তিত্বের উদযাপন। মেকআপ ক্ষমতায়নের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, যা কেবল মুখ নয়, জীবনকেও রূপান্তরিত করে। মেকআপ পণ্য তৈরির জন্য অভ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ। যদিও অভ্র বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তবে সেরা মানের অভ্র শুধুমাত্র মেকআপ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ঔপনিবেশিক সময় থেকে, ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্য অভ্র সংগ্রহ এবং নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল। স্বাধীনতার পর ঝাড়খণ্ডের বন সংরক্ষিত বনের আওতায় এলেও, এই খনিগুলি বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু বাসিন্দারা অবৈধভাবে অভ্র খনন অব্যাহত রাখে। সাধারণত, গিরিডিহ এবং কোডারমা জেলার বিপুল সংখ্যক শিশু এই অবৈধ খনিতে কাজ করে এবং এমনকি বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মারা যায়। সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষের ব্যক্তিত্বের ক্ষমতায়ন এবং প্রকাশের জন্য দরিদ্র ও প্রান্তিক শিশুদের শোষণ এবং মৃত্যুর ভিন্ন ভিন্ন চিত্র খবরে পরিবেশিত হয় তারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই গবেষনা পত্রে।।

বিষয় সূচক শব্দ: অবৈধ খনি, অভ্র, ব্যক্তিত্বের ক্ষমতায়ন, মেকআপ শিল্প, দরিদ্র ও প্রান্তিক শিশুদের শোষণ,

2021 সালের 13 ডিসেম্বর ইজরাইলের ইলা শহরে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় ইভেন্টের শেষে মেক্সিকোর আন্দ্রেয়া মেজা ভারতের হারনাজ সান্ধুকে মিস ইউনিভার্স 2021 এর মুকুট পরিয়েছিলেন। এই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এইটি ছিল ভারতের তৃতীয় জয়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এটি ছিল ভারতবাসীদের কাছে একটি গৌরবের দিন। সারাদিন ভারতের সংবাদ মাধ্যমগুলি এই খবরটিকেই নানা ভাবে পরিবেশন করেছিল, একই ভাবেই খুব দ্রুত সোশাল মিডিয়াতে এই খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি এবং আধুনিক সোশাল মিডিয়া লাইক, কমেন্ট ও শেয়ারে ভরে উঠেছিল। অন্যদিকে ঐ বছরই জানুয়ারী ও মার্চ মাসে ঝাড়খন্ডের অবৈধ অভ্রখনিতে দুটি পৃথক পৃথক দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে 21 শে জানুয়ারি, কোডার্মা থানার ফুলওয়ারিয়ার কাছে হাজারিবাগ বন্যপ্রানী অভয়ারণ্যের ভিতরে সন্ধ্যায় ছয়জন অবৈধ খনি শ্রমিক অভ্র ফ্লেক তোলার সময় ধসে চাপা পড়ে যায়। সাহায্যের জন্য তাঁদের চিৎকার শুনে আশেপাশের গ্রামবাসীরা দুই জনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও একজন মহিলা সহ চার জনের মৃত্যু হয়।[1] পরের ঘটনাটি ঘটে 2021 সালের 3 রা মার্চ ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলার রাক্কা ব্লকের একটি বেআইনি অভ্রখনিতে লিফট ভেঙে তিসরো গ্রামের রঞ্জিত রায় ও সতীশ রানা নামে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।[2] একই বছরে সম্পূর্ণ দুই বিপরীত ঘটনা, একদিকে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা এবং অন্য দিকে ঝাড়খন্ডের অভ্রখনিতে দুর্ঘটনার সাথে কিছু কি সম্পর্ক রয়েছে? যদি থাকে তা কি? এই প্রশ্ন গুলির উত্তর সন্ধানের জন্য আমাদের আন্তর্জাতিক চারটি খ্যাতি সম্পন্ন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার অর্থাৎ মিস ওয়ার্ল্ড, মিস আর্থ, মিস

ইন্টারন্যাশনাল এবং মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার বিশ্লেষণ প্রয়োজন, তেমনই অভ্রের সাথে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার সম্পর্কও তুলে ধরা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক সুন্দরী খেতাব ও বিজ্ঞাপন

মিস ওয়ার্ল্ড ইভেন্ট 1951 সালে লন্ডনে শুরু হয়। এর খ্যাতি দেখে একে একে মিস ইউনিভার্স (1952), মিস ইন্টারন্যাশনাল (1960) এবং মিস আর্থ (2001) শুরু হয়। এই গুলি সরাসরি ভাবে কসমোটিক্স পণ্যগুলির বিজ্ঞাপণ না দিলেও এখানে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা নানা রকমের কসমোটিক্স পণ্যগুলি বিজ্ঞাপণ দিয়ে থাকে। যেমন, 2017 সালে মানুশি চিলার বিশ্ব সুন্দরীর খেতাব পেয়েছিলেন। পরে তিনি Estee Lauder কোম্পানির বিজ্ঞাপণের সাথে যুক্ত হন। এর ফলে এই কোম্পানিটি ভারতে তাঁদের পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে ফেলে। ঐ কোম্পানির জেনেরেল ম্যানেজার বলেন, “ সবকিছুর সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর আবেগের পাশাপাশি, আমরা অন্যদের সাহায্য করার জন্য মানুশির মুল্যবোধ এবং উৎসর্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তিনি মহিলাদের অগ্রগতির প্রতি আমাদের ব্রান্ডের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করেন এবং জানেন যে তিনি ভারত জুড়ে আমাদের গ্রাহকদের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত হবেন।”[3]

24 ডিসেম্বর, 2013-এ ‘টাইমস অফ ইন্ডিয়া’-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ভারতীয় খুচরা সৌন্দর্য এবং প্রসাধনী শিল্প, বর্তমানে আনুমানিক $950 মিলিয়ন, 2020 সালের মধ্যে প্রায় তিনগুণ হয়ে $2.68 বিলিয়ন হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেছেন ভারতীয় সৌন্দর্য এবং প্রসাধনী বাজারের বার্ষিক বৃদ্ধি আগামী বছরগুলিতে 15% থেকে 20% এর মধ্যে থাকবে বলে অনুমান করা হয়েছে, যা US এবং ইউরোপীয় বাজারের তুলনায় দ্বিগুণ। গত পাঁচ বছরে, প্রসাধনী পণ্য 60% বৃদ্ধি পেয়েছে। Ponds এবং Fair & Lovely-এর মতো কোম্পানিগুলি এই বিভাগে তালিকার শীর্ষে রয়েছে। Lakme, Revlon, Procter & Gamble, L'Oreal, Hindustan Unilever, Johnson & Johnson, Oriflamme, ইত্যাদি কোম্পানিগুলি সর্বব্যাপী বিজ্ঞাপনে তাদের পণ্যের আপাতদৃষ্টিতে জাদুকরী লাইটেনিং গুণাবলীর প্রচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশে প্রসাধনী বাজারের বৃদ্ধি দেখে ভারতে ইন্টারন্যাশনাল বিউটি মার্ট (আইবিএম) আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। একটি বিশেষ এবং একচেটিয়া পেশাদার দর্শকদের সামনে ব্র্যান্ড, কোম্পানি এবং বিশেষজ্ঞদের তাদের পণ্য, প্রবণতা এবং পরিষেবাগুলি প্রদর্শন করা হবে। তাদের জনপ্রিয় করার জন্য, অনেক কোম্পানি বিভিন্ন ফ্যাশন সম্পর্কিত ইভেন্টের পৃষ্ঠপোষকতা করে।

1994 সালে ঐশ্বরিয়া রাই এবং সুস্মিতা সেন যথাক্রমে মিস ওয়ার্ল্ড এবং মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার পর, সারা দেশে প্রসাধনী জনপ্রিয়তা এবং বিক্রিতে ব্যাপকভাবে অবদান রাখে। কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রি ভারতে একটি শক্তিশালী দখল নিয়েছিল বিশেষ করে মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতার পরে, গোদরেজ কোম্পানী এই ইভেন্টে স্পনসর করেছিল এবং 1996 সালে ভারতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 1994 সালে দুটি ব্যাক টু ব্যাক পুরষ্কার, 1996 সালে মিস ওয়ার্ল্ড হোস্টিং এবং তারপরে কসমেটিক শিল্প দখল করে। এটা কি শুধুই কাকতালীয় বা প্রসাধনী শিল্পের প্রচারের একটি ঘটনা ছিল? ভারতের বিশাল বাজার দখল করার একটা কৌশল ছিল না তো? 1991 সালে ভারতের বাজার বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। প্রসাধনী কোম্পানীগুলির কাছে ভারত ছিল বিশাল বাজারের সম্ভাবনাময় স্থান। সুস্মিতা সেন, ঐশ্বরিয়া রাই, ডায়ানা হেডেন, যুক্তা মুখী, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, লারা দত্ত, 1994 থেকে 2000 পর্যন্ত ছয় বছরে, দিয়া মির্জার একজন মিস এশিয়া প্যাসিফিক ছাড়াও ভারতে ছয়টি বিশ্ব সুন্দরী ছিলেন, হয় মিস ওয়ার্ল্ড বা মিস ইউনিভার্স। তারপর 2017 সালে আমরা মানুশি চিলার মিস ওয়ার্ল্ড জিতেছিলেন এবং এর প্রায় দুদশক (21 বছর) পরে হারনাজ কৌর সান্ধু মিস ইউনিভার্স জিতেছিলেন।[4] ভারত 1994 সালে মিস ইউনিভার্স এবং মিস ওয়ার্ল্ড উভয় প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিল, কেননা ভারত উদীয়মান

ছিল। 1997 থেকে 2000 পর্যন্ত এক নজরে দেখুন ভারতীয় মহিলারা মুকুট জিতেছিল ঠিক যেসময় ভারতের বাজার পশ্চিমী বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল। 1994 এর এক বছরে দুটি বিশাল জয়, এবং তারপর ধারাবাহিক সাফল্য ভারতীয় জনসাধারণের উপর, বিশেষ করে মেয়ে এবং মহিলাদের উপর একটি বিশাল মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলেছিল। তারা ভাবতে শুরু করেছে যে ভারতীয় মেয়েরাও সারা বিশ্বে সুন্দরী বলে পুরস্কৃত হতে পারে। বিশেষত পশ্চিমী বিশ্ব যখন এটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে তখন এটি অনেক বেশি সম্মানজনক। এবং এইভাবে প্রসাধনীর প্রচার এবং বিক্রয় ভারতে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।[5]

অভ্র ও প্রসাধনী শিল্প

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব এক নতুন যুগে পদার্পণ করেছে। শুরু হয়েছে উত্তোরাধুনিকতার যুগ। এই পর্বে শুরু হয় নতুন ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের কলা-কৌশল। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে নানা ভোগ্যপণ্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। এই সব শিল্পগুলি বিকাশের ফলে যে আকরিক খনিজ দ্রব্যটির গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা হল ‘অভ্র’। 2015 সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ইলেকট্রনিক শিল্প হল অভ্র’র সবথেকে বড় ক্রেতা, প্রায় 26 শতাংশ এই শিল্পের কাজে ব্যবহৃত হয়। একই ভাবে অলংকরণ শিল্পে 24 শতাংশ, নির্মাণ শিল্পে 20 শতাংশ এবং প্রসাধনী শিল্পে (Cosmetics goods) 18 শতাংশ ব্যবহিত হয়।[6] নেইলপোলিশ, ফাউন্ডেশন, আইলেনার, আই স্যাডো, লিপস্টিক ও অন্যান্য স্কিনকেয়ার পণ্যগুলি প্রস্তুত করতে প্রচুর পরিমাণে অভ্র সংগ্রহ করে থাকে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী গুলি।

অভ্র উৎপাদন ও ব্যাপ্তি

1870 এর দশক থেকে ভারতে ব্রিটিশরা অভ্র উত্তোলন করলেও বহু আগে থেকেই ভারতে অভ্র চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। উত্তর ঝাড়খন্ডের কোডার্মা ও গিরিডি জেলা থেকে দক্ষিণ বিহারের গয়া ও নাওয়াদা জেলা নিয়ে বিস্তৃত অঞ্চলটি “অভ্র বন্ধনী” বা “ Mica Belt” নামে খ্যাত। অঞ্চলটি প্রায় 160 কিমি দীর্ঘ এবং প্রায় 25 কিমি প্রস্থ। প্রায় 4000 বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে অঞ্চলটি বিস্তৃত। ঝাড়খণ্ডের কোডার্মা ও গিড়িডি জেলার প্রচুর পরিমানে আকরিক অভ্র সঞ্চিত রয়েছে এবং উত্তোলন করা হয়। এই দুই জেলার মানুষের প্রধান পেশা হল অভ্র উত্তোলন। কোডার্মা জেলাকে বলা হয় “অভ্রের শহর” বা “Abrak Nagari”[7] যাইহোক, ব্রিটিশ ভারতে কালেক্টররা নিজ নিজ জেলাতে অভ্র উত্তোলনের বিষয়টি দেখত এবং লীজ দেওয়ার দায়িত্বও তাঁরাই পালন করতেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর ভারত সরকার পুরো বিষয়টিকে সরকারী নিয়ন্ত্রনে আনেন। 2014 সালের খনি লীজ ও লাইসেন্স অনুযায়ী, সমগ্র ভারতে রয়েছে 244 অভ্রের খনি যদিও ঝাড়খন্ডে কোন অভ্র খনি নেই এবং বিহারে রয়েছে দুটি।[8] প্রায় সমস্ত খনি গুলি ছিল অন্ধপ্রদেশ ও রাজস্থানে। পরাধীন ভারতে ঝাড়খন্ড ও বিহারে থেকেই বেশি অভ্রে উৎপাদিত হত এবং এমনকি স্বাধীনতার পরেও সেখানে অনেক বৈধ অভ্রের খনি ছিল। 1960 এর দশক থেকে এই অঞ্চলে বৈধ অভ্রের খনির পরিসংখ্যান কমতে থাকে। 1961 সালে বৈধ খনির সংখ্যা ছিল 432 টি, 1986 সালে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় 73 টি তে এবং পরবর্তী সময় সেই সংখ্যটি একেবারে তলানীতে ঠেকে। 2016 সালে বৈধ খনির সংখ্যা কমে দাঁড়ায় মাত্র 2 টি তে।[9] এই অঞ্চলে বৈধ অভ্রের খনির সংখ্যা কমতে থাকার সাথে সাথে অবৈধ্য ভাবে উত্তোলিত অভ্রের পরিমান কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সময়ে এই অঞ্চলে মোট উত্তোলিত পরিমান অভ্রের মাত্র 10 শতাংশ আসে বৈধ খনি থেকে, সুতরাং 90 শতাংশ অভ্রই হল অবৈধ ভাবে উত্তোলন করা। বিশ্ববাজারের 25 শতাংশ অভ্রের জোগান আসে এই অঞ্চল থেকে।[10] এবং cosmetics industries তে ব্যবহৃত উচ্চগুণ মান সম্পন্ন অভ্রের 60 শতাংশ জোগান আসে ঝাড়খন্ড ও বিহার থেকে।[11] এই অবৈধ খনির অভ্রের উৎপাদন যে কতটা বেশি তা ‘Indian Bureau of Mines’ এর রিপোর্ট থেকেই খুবই পরিষ্কার ভাবে

জানা যায়। 2011-12 সালে ভারতে মোট অভ্রের উৎপাদন হয়েছিল 15.497 টন, একই বছর ভারত থেকে অভ্রের রপ্তানি হয় 131.777 টন। সুতরাং একই বছর ভারত অভ্র যত পরিমান উত্তোলন করেছিল তার থেকে আট গুণ বেশি রপ্তানি করে।[12] সুতরাং, সরকারি উৎপাদনের পর বাকি অবশিষ্ট অংশ উৎপাদিত হয় অবৈধ খনিগুলি থেকে। বলা বাহুল্য, এই অবৈধ খনিগুলিতে প্রচুর পরিমানে শিশু শ্রমিক নানা কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে। শুধুমাত্র ঝাড়খন্ডের কোডার্মা ও গিরিডি জেলাতে 18000 শিশু শ্রমিক অভ্র খনি গুলিতে নিযুক্ত।[13] 2015 সালের SOMO এবং 'Terre des Hommes International Federation' র হিসেব অনুযায়ী শুধুমাত্র ঝাড়খন্ড ও বিহারের প্রায় 22000 শিশু শ্রমিক অভ্র উৎপাদনের নানা কাজের সাথে যুক্ত[14], যদিও আসল সংখ্যাটা অনেক বেশি হওয়া স্বাভাবিক। কেননা এই পরিসংখ্যার নির্ণয়ের সময় সমগ্র অভ্র উৎপাদিত অঞ্চল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি । অভ্র অবৈধ ভাবে উৎপাদন করার জন্য এবং 'অভ্র মাফিয়া'দের ভয়ে ওই অঞ্চলের মানুষরা সঠিক তথ্য প্রদান করত সময়ই অনীহা দেখায় কিম্বা বিষয়টি এড়িয়ে চলে।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও শিশু শ্রমিকদের অবস্থান

ভারতের বেশির ভাগ শিশু শ্রমিকরা আসে সাধারণত পিছিয়ে পড়া পরিবার বা গুলি থেকে। ভারতে সর্বত্র শিশু শ্রমিক দেখা গেলেও খনিসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজ গুলিতেও বহুসংখ্যক শিশু নিযুক্ত রয়েছে। এই সমস্ত শিশুরা অন্যান্য শিশু শ্রমিকদের থেকেও বেশি শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে বেশি শোষিত। ভারতের অভ্র উৎপাদনে দুটি প্রধান রাজ্য হল বিহার ও ঝাড়খন্ড। এই দুটি রাজ্যেই গরীব ও অশিক্ষিত মানুষের বসবাসের কারনে শিশু শ্রমিকের হার অনেক বেশি। এখানে অবৈধ অভ্রখনিতে প্রচুর সংখ্যক শিশু শ্রমিক শ্রম দানে নিযুক্ত। এই দুই রাজ্যের অসংখ্য শিশু অভ্র খনিগুলিতে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে যুক্ত। 2005 সালে প্রায় 2000 শিশু অভ্র উত্তোলনের কাজে যুক্ত হয়। 2015 সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রায় 20000 শিশু অভ্রখনি তে সরাসরি নিযুক্ত।[15] বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, শিশু শ্রমিকদের পরিবার অর্থনৈতিক দিক থেকে এতোটাই পিছিয়ে যে তাদের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য নূন্যতম জোগান তাদের পিতামাতা দিতে পারেনা। একপ্রকার বাধ্য হয়েই তাদের শ্রম দানে নিয়োজিত হতে হয় সামান্য খাদ্যের জোগানোর তাগিদে। এটাই তাদের কাছে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরিবারের উপার্জনের অন্যতম সক্ষম ব্যক্তিটি অকস্মাৎ মৃত্যু বা কোন জটিল অসুখে পরে যাওয়ার পর পরিবারের অর্থনৈতিক সচল রাখার জন্য শিশু শ্রম দানে বাধ্য হয়ে পরে। ঐ মৃত্যু বা অসুখের কারণ বহু ক্ষেত্রেই দায়ী থাকে খনিগুলিতে ঘটে যাওয়া নানা দুর্ঘটনা। যেমন, কেদান ভূঞ্যা একজন দশ বছরের বালক। তার বাবা অভ্র খনিতে কাজ করার সময় পাথরের আঘাতে প্যারালাইসিসের শিকার হয়। সেই কারনে বাবাকে দেখাশোনার জন্য এবং গৃহস্থলী কাজে মাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কেদান অভ্র খনিতে প্রতিদিন কাজে যায় তার পরিবারের আর্থিক জোগান রাখার জন্য। সেই হল তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনের পথ।[16] অন্য দিকে বলা যায়, অশিক্ষা ও শিশু শ্রমিক একই সাথে হাত ধরাধরি করে চলে। যে এলাকায় অশিক্ষার হার বেশি সেই এলাকায় শিশু শ্রমিকের হারও বেশি। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষা বাধ্যতামুলক ছিল না। সে সময় বহু শিশু প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষার জন্য ভর্তি হত না। পরবর্তী কালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ফলে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা অনেক কমেছে। ভারত সহ সমগ্র বিশ্বে শিশু শ্রমিকের গ্রাফটা নিম্নমুখী।

ঝাড়খণ্ডের জনস্বাস্থ্য এখনো পর্যন্ত বহুলাংশে পিছিয়ে রয়েছে। খনি বা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে জনস্বাস্থ্য আরো খারাপ অবস্থায় রয়েছে। এই রাজ্যের 56 শতাংশ শিশু অ্যানিমিয়ার মতো রোগের শিকার। 20 শতাংশ শিশু ডাইরিয়া অসুখে ভুগে। এই রাজ্যে প্রছুর সংখ্যক মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বাস করার জন্য বেশির ভাগ শিশু অপুষ্টির শিকার। বহু সংখ্যক মানুষ এখনও পর্যন্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল পায় না। শুধুমাত্র 11.3 শতাংশ গ্রামেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সুবিধা রয়েছে। প্রায় 7 শতাংশ শিশু তার প্রথম জন্ম বার্ষিকী মধ্যেই মারা যায়।[17] এই

পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় ঝাড়খন্ডের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার করুণ অবস্থা। সাধারণত যেই স্থানগুলিতে অভ্র পাওয়া যায় সেই স্থান গুলি মূলত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। সেখানে কোন রকম প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। অথচ খনি এলাকা গুলিতে জল, বায়ু, মাটি ইত্যাদি দূষণের জন্য নানা ধরণের স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখা দেয়। দূষণের কারনে শিশুরা নানা অসুখে ভুগে। আবার খনি এলাকা গুলির অধিবাসীরা হীন-দরিদ্র হওয়ায় সেখানে শিশুদের মধ্যে ক্ষুধা ও খাদ্যের সংকটের কারণে প্রায়শই শিশুই অপুষ্টির শিকার।[18]

জনস্বাস্থ্য ও শিশু শ্রমিক এবং খনিতে দুর্ঘটনা

অভ্র খনিগুলিতে নিযুক্ত শিশু শ্রমিকরা যেই সব গ্রাম গুলিতে বসবাস করত সেই সব স্থান গুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। কেননা, ওই সব গ্রামগুলি সংরক্ষিত বনভূমি সীমানার মধ্যে অবস্থিত ছিল। বনভূমিকে রক্ষা করার জন্য সরকার বনভূমির অভ্যন্তরে বসবাসকারী মানুষদের নুন্যতম বিষয়গুলি অর্থাৎ রেশন ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি গুলি থেকে মানুষদের বঞ্চিত করে রেখেছিল। ওই সব শিশুরা নিজেদের বিকাশের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও অন্যান্য সুবিধাগুলি না পাওয়ার কারণে বিকল্প কিছু অর্থনৈতিক কাজের সাথে নিযুক্ত হয়ে পরে। কাজের মাধ্যমে তারা তাদের পরিবারকে আর্থিক দিক থেকে সচল রাখতে সাহায্য করে। খনিগুলি থেকে অভ্র উত্তোলন করা একটি বিপদজনক কাজ হিসেবে গণ্য করে সরকার আইন প্রনয়ণ করে সমস্ত রকম খনিতে শিশুদের নিয়োগ বেআইনি বলে ঘোষণা করলেও তা বর্তমানেও অব্যহিত রয়েছে। তারই প্রমাণ হল বিহার ও ঝাড়খন্ডের অভ্র খনি গুলি। এখানে বলা প্রয়োজন যে এই অঞ্চলের অভ্র খনিগুলি অবৈধও। অবৈধ খনির কারণে নানা ভাবে জল, বায়ু, মাটি ইত্যদি দূষণ হয়, আবার দূষণের কারণে বা সরাসরি ভাবে খনিগুলি মানব স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। খনিগুলি থেকে উৎপন্ন পাথর ও ধূলিকণা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে নানা ভারে শ্বাসযন্ত্রের ক্ষতি করে। যার প্রভাবে কফ্, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানী, যক্ষ্মা, সিলিকোসিস, দুর্বলতা, ওজন হ্রাস প্রভৃতি সমস্যা গুলি দেখা দেয়। অভ্র খনিতে কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে যক্ষা মারণ ব্যাধি খুব বেশি লক্ষ্য করা যায়। 'অভ্রের রাজধানী' নামে খ্যাত ঝাড়খণ্ডের কোডার্মা জেলা, এই জেলার সদর হাসপাতালে প্রচুর পরিমানে যক্ষা (Tuberculosis) রোগী দেখা যায়। প্রকাশ কুমার, কোডার্মা জেলার সদর হাসপাতালে ল্যাব সুপারভাইজার, তিনি বলেন প্রতি মাসে 40 থেকে 50 জনের মধ্যে নতুন করে যক্ষা মারণ ব্যাধি বাসা বাঁধে এবং প্রতি দিন 15 থেকে 20 জন রোগী চিকিৎসার জন্য এখানে আসেন।[19] এখানে এই পরিসংখ্যানটা সামান্য মনে হলেও এর থেকে অনেক বেশি পরিমানে মানুষ যক্ষা মারণ ব্যাধির সংক্রমনের শিকার হয়ে থাকে। সঠিক তথ্য সরকারের কাছেও নেই। কেননা বেশির ভাগ মানুষ চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতালে আসতে চায়না। এর পেছনেও অনেক কারন আছে। বেশিরভাগ অভ্র খনিতে নানা কাজের সাথে যুক্ত শ্রমিকরা মূলত 'দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ'। তাদের কাজে না গেলে পরিবার অভুক্ত অবস্থায় থাকতে হয়। তাই তার খনির কাজ বাদ দিয়ে সদর হাসপাতালে আসতে চায় না। আবার অন্যদিকে, অভ্র উত্তোলনের কাজটি মূলত অবৈধ ভাবেই হয়ে থেকে, এই অবৈধ কাজটিকে তারা কোন সরকারী দপ্তরের কাছে পৌঁছে দিতে চায় না। সদর হাসপাতালে গেলে ওই সব শ্রমিকরা নানা জেরার সম্মুখীন হয়। এছাড়াও এই সমস্ত প্রক্রিয়াটি, অভ্র উত্তোলন থেকে রপ্তানী পর্যন্ত অবৈধ হওয়ার জন্য "অভ্র মাফিয়ারা" কোন ভাবেই বিষয়টি জন সমক্ষে আনতে রাজী নয়। কোঠর হস্তে এই বিষয়টি তারা নিয়ন্ত্রন করে থাকে।

অবৈধ খনির কারনে জল দূষণ হওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। সুতরাং খনির কারনে নিকটবর্তী সমস্ত জলের উৎস গুলি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পরে। কিন্তু পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকার কারনে তারা ওই দূষিত জল পান করে এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কর্মেই ব্যবহার করে। দূষিত জল ব্যবহারের কারনে তাদের চর্মের নানান সংক্রমিত রোগের শিকার হয়। এছাড়া ডাইরিয়া ও ম্যালেরিয়া মত মারণ ব্যাধি এই সমস্ত

অঞ্চলে খুব বেশি দেখা যায়।[20] বলা বাহুল্য যে, এই দুটি ব্যাধির কোপ ছিল শিশুদের উপর বেশি। খনিতে কাজ করা শিশুরা দূষনের কারনে সরাসরি নানা ক্ষতির সম্মুখীন হত। তারা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধা জনিত রোগ গুলির শিকার হয়, এই সব এলাকায় বেশির ভাগ শিশুই অপুষ্টি শিকার। সমগ্র গিরিডি ও কোডার্মা জেলায় 14% এবং 19% জনগণ অপুষ্টির জনিত সমস্যা নিয়ে বেঁচে আছে। বিহারের নাওয়াডা জেলার 69 শতাংশ মানুষ পর্যাপ্ত পুষ্টি পায় না।[21] যেমন, মাত্র পাঁচ বছরের ছোট বালক অজয়ের দিন শুরু হয় সকাল সকাল অভ্র খনিতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। তার নরম, ছোট অপক্ক হাত এখনও ঠিক করে হাতুড়ি শেখে নি, তবুও তাকে হাতুড়ি দিয়ে পাথরের দেওয়ালে আঘাত করতে হয়। এই ভাবে সপ্তাহে ছয় দিন সে কাজ করে এবং প্রতি দিন 20 টাকা উপার্জন করে।[22] ঐ অঞ্চলের বেশির ভাগ শিশুর অবস্থা এমনই করুণ। তারা জানে না 'শিশু শ্রমিক কি', তবে এইটুকু খুব ভালো করেই জেনে গেছে 'খনিতে না গেলে খেতে পাবে না'। বেশির ভাগ অবৈধ অভ্র খনি গুলি ছিল সংরক্ষিত অরণ্যের মধ্যে। যেখানের মানুষরা স্বাস্থ্যবিধি মানত না। খালাক থামবি গ্রাম, যেটি ঝাড়খন্ডের কোডার্মা জেলায় একটি সংরক্ষিত অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত এবং একটি অন্যতম অবৈধ অভ্র উত্তোলন ক্ষেত্র, যেখানে কখনই স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি বা অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবা গুলি প্রদানের জন্য আসেন না।[23]

1999 সালে 182 তম সম্মেলনে ILO (international Labour Organization) এই কাজ কে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মধ্যে অন্যতম হিসেবে গণ্য করে। শিশু শ্রমিকদের যেই সমস্ত কাজে লাগানো হত, সেই সমস্ত কাজের মধ্যে খনি তে কাজ করা ছিল সবথেকে বিপদজনক। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের থেকে খনিতে কাজ করা শিশুদের মৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশি। 5 থেকে 17 বছর বয়সি শিশুদের, যারা খনিতে নানা কাজে নিযুক্ত থাকত, তাদের মৃত্যুর হার ছিল প্রতি এক লক্ষ জনের 32 জন। যেখানে কৃষিক্ষেত্রে ছিল 16.8 জন এবং নির্মাণ কাজে ছিল 15 জন।[24] সুতরাং খনি ছিল শিশু শ্রমিকদের শোষনের সব থেকে বড় ক্ষেত্র।

ঝাড়খন্ডের বহু গরিব শিশু অবৈধ অভ্র খনি গুলিতে কাজের সাথে যুক্ত। Dr. Susan Bliss অবৈধ অভ্র খনি গুলিকে 'ভুত' এর সাথে তুলনা করেছেন। এখানে কাজ করা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, কেননা এখানে কর্মরত শিশুদের খুব খারাপ অবস্থায় কাজ করতে হত। তাদের নূন্যতম সুরক্ষা ছাড়াই ছোট ছোট গর্ত গুলির মধ্যে কাজ করতে হত। মাঝে মধ্যেই খনিতে ধস নামার কারনে শিশুরা নানা ভাবে আঘাত পেত, মাথা ও হাত-পা ভাঙ্গা এবং কেটে যাওয়া ছিল দৈনন্দিন একটি বিষয়। খনিতে ধসের কারনে শিশুদের মৃত্যু পর্যন্ত হত। এছাড়াও খনি জনিত কারনে নানা চর্মরোগ, সিলিকসিস, যক্ষা, কফ্, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা সম্মুখীন হত।[25] মাঝে মধ্যেই গর্তের মধ্যে নানান ধরণের বিষাক্ত সাপ ও কাঁকড়া বিছে কামড় খুব মারাত্মক হয়ে উঠে।

ঝাড়খন্ডের অবৈধ খনিগুলি ছিল 'মারণ ফাঁদ'। খনি ধসের ফলে মাঝে মধ্যেই শ্রমিকরা আহত হত, অনেক সময় মারাও যেত। তাদের মধ্যে অনেক শিশুও থাকত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 2016 সালের জুন মাসে শুধু মাত্র অভ্র খনিতে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ছিল 20 জন। গ্রামবাসীদের মতে প্রতি মাসে প্রায় 10 জনের গড়ে মৃত্যু হয়।[26] Kailash Satyarthi Children's Foundation র রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতি মাসে মৃত্যুর হার প্রায় 10 থেকে 20 জন।[27] যাইহোক, এই বিষয়ে সরকারের কাছে সঠিক তথ্য নেই। কেননা, মৃত্যু ব্যক্তির পরিবার ও অভ্র মাফিয়া উভয়ের কেউই চায় নি এই বিষয়গুলি পুলিশ প্রশাসনের কাছে যাক। মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ বাবদ অভ্র দালালরা এককালীন কিছু টাকা মৃত ব্যক্তির পরিবারকে দেয়। গরিব পরিবার গুলিও অবৈধ খনি গুলি বন্ধ করার পরিবর্তে টাকা নেওয়াটাই বেশি সুবিধা মনে করে। কেননা, এক দিকে যেমন অভ্র দালাদের প্রভাব ছিল খুব বেশি অন্যদিকে খনি বন্ধ হয়ে গেলে তাদের একমাত্র উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্খা ছিল। মাত্র দশ শতাংশেরও কম দুর্ঘটনার কেস পুলিশের কাছে আসে। 2016 সালের 23 শে জুন 16 বছরের বালক মদন এবং আরো দুই জন খনি ধসের কারনে মারা যায়। মদনের বাবা বাসদেব প্রতাপ রায় ছেলের মৃত্যুর বিনিময়ে অভ্র দালালদের থেকে এক লক্ষ টাকা পেয়েছিল।[28] এই টাকা তিনি ছেলের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পান নি, ওই

টাকা তিনি পেয়েছিলেন সরকার বা পুলিশের থেকে নিজের বাচ্চার মৃত্যু গোপন করার জন্য। তিনিও নিজ সন্তানের মৃত্যুর বিনিময়ে অবৈধ অভ্র খনি বন্ধ করার পরিবর্তে দালাল বা মাফিয়াদের থেকে টাকা নেওয়াই শ্রেয় বলে মনে করেছিল। কেননা, এখানে অভ্র মাফিয়াদের প্রচণ্ড দাপট রয়েছে, তাঁরা কোন ভাবেই দুর্ঘটনার বিষয়টিকে বাইরে আনতে রাজী নয়। তাঁরা খুব ভালো করেই জানে এই বিষয়গুলি মিডিয়াতে বা প্রশাসনের কাছে কোন ভাবে চলে গেলে তাঁদের পক্ষে আর এই অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আবার অন্যদিকে, সাধারণ শ্রমিক শ্রেনীর মানুষরাও পুরোপুরি ভাবে এই অবৈধ অভ্র উত্তোলনের উপর নির্ভরশীল। তাই তাঁরাও দুর্ঘটনার বিষয়গুলিকে জনসমক্ষে আনতে নারাজ। সুতরাং অবৈধ খনিগুলিতে দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু ঘটলে তা কখনই প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট আসতো না।

অবৈধ অভ্র খনি উত্তোলনের কাজে শিশু ও নারীরাই ছিল সর্বাধিক। এই সব অঞ্চলের মানুষরা খুবই নেশাগ্রস্থ। এখানে ছোট বড় নির্বিশেষে মদ্যাসক্তি খুবই প্রচলিত একটি বিষয়। যুবক এবং বৃদ্ধদের নিয়মিত সন্ধ্যায় মদের আসরে যোগদান একটি অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। খালাক থামবি, ফুলওরিয়া অন্যান্য গ্রাম গুলি, যেগুলি অবৈধ অভ্র উত্তোলনের জন্য প্রসিদ্ধ। ওই সমস্ত গ্রাম গুলির অল্প বয়সী কিশোররাও নানা প্রকার নেশায় আসক্ত। খুবই অল্প বয়সে হাতে সামান্য টাকা পেয়ে তার অপব্যবহার শুরু করে। তামাক, গুটকা ও অন্যান্য নানা ধরণের পানীয় জন্য তারা তাদের উপার্জনের বেশিরভাগ অর্থই ব্যয় করে ফেলে।[29] নেশার কারনে তারা শুধুমাত্র আর্থিক দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না, সামাজিক দিক থেকেও অন্ধকার নিমজ্জিত হয়। এছাড়াও সমস্ত ধরণের নেশাই সুস্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক। এই ভাবেই উদীয়মান শিশু সমাজ 'কুসুম থেকে ফুলে' পরিণত হওয়ার আগেই নষ্ট হয়ে যায়।

উপসংহার

মেক-আপ মানে ক্ষমতায়ন, শিল্প, সৃজনশীলতা এবং ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ। মেক-আপ শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে নারীদের মধ্যে ক্ষমতায়ন যে বৃদ্ধি ঘটেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই শিল্পের ভিত্তি যদি শিশু শ্রমিকের শ্রমের উপর নির্ভর হয়। সভ্য সমাজের চাহিদার কাছে হেরে যায় পিছিয়ে থাকা সমাজের ভালো থাকা, শিক্ষা, সাচ্ছন্দতা, ইত্যাদি। এই ভাবেই একটি পণ্যকে নিয়ে দুই সমাজের মধ্যে অনেক বেশি পার্থক্য গড়ে উঠেছে। একদিকে সভ্য সমাজের ব্যক্তিত্ব, সৃজনশীলতা, শিল্প ও ক্ষমতায়ন অন্য দিকে অনাহার, দারিদ্রতা, কুসংস্কার, অস্বাস্থ্য এমনকি জীবন সংশয়ও। এক সমাজকে লাইমলাইটের সামনে আনার জন্য অন্য সমাজকে ডুব দিতে হয় গভীর, অন্ধকার রাক্ষস তুল্য খনি গুলির গর্তে। সভ্য সমাজের মুখ ও ত্বকের উজ্জ্বলতা আনার জন্য অভ্র খনির শ্রমিকদের জীবন ও পরিবার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। এই ভাবেই অভ্রকেন্দ্রিক দুই সমাজের দুটি ভিন্ন চিত্র ফুটে ওঠে।

তথ্যসূত্র

---

[1] https://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/4-die-in-wall-collapse-at-illegal-mica-mine-in-koderma/articleshow/80412506.cms

[2] https://www.telegraphindia.com/jharkhand/two-killed-in-mishap-in-illegal-mica-mine/cid/1808412

[3] https://www.onmanorama.com/lifestyle/beauty-and-fashion/2022/08/05/former-miss-world-manushi-chhillar-endorse-beauty-care-brand.html

[4] https://www.outlookindia.com/website/story/entertainment-news-fading-beauty-the-changing-face-of-beauty/406075

[5] https://thecompanion.in/the-true-face-behind-the-make-up

[6] Schipper Irene and Cowan Roberta, (March 2018) Global Mica Mining and the Impact on Children's Rights, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), Centre for Research on Multinational Corporations, Amsterdam, p. 14 Available at: https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2018/03/NL180313_GLOBAL-MICA-MINING-.pdf

[7] Child Labour in Mica mines of Koderma and Giridih District of Jharkhand-A situation analysis report, Child in Need Institute, Ranchi, p. 6 available at: http://www.cini-india.org/wp-content/uploads/2018/01/Jharkhand-Report.pdf

[8] Bulletin of Mining Leases & Prospecting Licence, 2014, Indian Bureau of Mines, (2015) Government of India, Prepare by Mineral Economics Division, Printed at IBM Press, P. 7, 13, 10

[9] Bliss Dr. Susan, (2017) Child Labour in India's Mica Mines, The Global Beauty Industry, Nature Resources, Geography Bulletin, Vol 49, No 3, p.27 Available at: https://www.gtansw.org.au/files/geog_bulletin/2017/3_2017/05_GTANSW%20Bulletin%20_Issue%203%202017_Indias%20Mica%20%20mines.pdf

[10] Hodal Kate (8 May 2017), India to legalise mica mining in bid to tackle endemic labour,The Guardian, Retrieved from: https://www.theguardian.com/global-development/2017/may/08/india-to-legalise-mica-mining-bid-tackle-endemic-child-labour-guardian-investigations

[11] Lebsack Lexy (4 May 2019), The Makeup Industry's Darkest Secret Is Hiding In Your Makeup Bag, Refinery29, Retrieved from: https://www.refinery29.com/en-us/2019/05/229746/mica-in-makeup-mining-child-labor-india-controversy

[12] Bulletin of Mining Leases & Prospecting Licence, 2014, Indian Bureau of Mines, op.sit., P. 23

[13] Child Labour in Mica mines of Koderma and Giridih District of Jharkhand-A situation analysis report, op.sit., p. 7

[14] Schipper Irene and Cowan Roberta, op.sit., p. 13

[15] O'Driscoll Dylan, (04, October 2017) Overview of Child Labour in the Artisanal and Small-scale Mining Sector in Asia and Africa, Knowledge, Evidence and Learning for Development, University of Manchester, p. 5

[16] Lendal Nina, (February 2014), Who Suffer Beauty, The child labour behind make-up's glitter, DanWatch, Copenhagen, , p.20 Available at: http://www.indianet.nl/pdf/WhoSuffersForBeauty.pdf

[17] Child Labour in Mica mines of Koderma and Giridih District of Jharkhand-A situation analysis report, op.sit. p. 8-9

[18] Schipper Irene and Cowan Roberta, op.sit., p. 59

[19] Singh Gurvindar (22 October 2019), Mica scavenging in Jharkhand destroys lives and environment, Mongabay Series: Environment and Elections, Retrieved from: https://india.mongabay.com/2019/10/mica-scavenging-in-jharkhand-destroys-lives-and-environment/#:~:text=Several%20thousands%20of%20women%20and,deforestation%20and%20loss%20of%20wildlife

[20] Child Labour in Mica mines of Koderma and Giridih District of Jharkhand-A situation analysis report, op.sit., p 28

[21] Children Abandoning Education in Mica mining Districts, p. 1 Available at: **drishtiias.com**/printpdf/children-abandoning-education-in-mica-mining-districts

[22] Bliss Dr. Susan, op.sit., p. 26

[23] Child Labour in Mica mines of Koderma and Giridih District of Jharkhand-A situation analysis report, op.sit p.35-36

[24] Schipper Irene and Cowan Roberta op.sit., p. 11

[25] Bliss Dr. Susan, op.sit., p. 23

[26] Ibid. p.27

[27] Lebsack Lexy, op.sit.

[28] Bhalla Nita, Chandra Rina and Nagaraj Anuradha; (3 August 2016), Blood Mica: Deaths of child workers in India's mica" ghost" mines covered up to keep industry alive, Available at: **https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Blood%20Mica-%20Deaths%20of%20child%20workers%20in%20India%E2%80%99s%20mica%E2%80%9D%20ghost%E2%80%9D%20mines%20covered%20up%20to%20keep%20industry%20alive%20.pdf**

[29] Child Labour in Mica mines of Koderma and Giridih District of Jharkhand-A situation analysis report, op.sit. p. 32